চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:০৭.০৩.২০২৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতকে আন্তর্জাতিক ট্যুরিস্ট স্পটে রূপান্তর করতে চাই: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম: পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতকে পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা ও আধুনিক সুবিধা নিশ্চিত করে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন ডা. শাহাদাত হোসেন। শনিবার সার্কিট হাউজে আয়োজিত চট্টগ্রামের পতেঙ্গা ও পারকিসহ জেলার সব সমুদ্র সৈকতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, পর্যটন উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে গঠিত চট্টগ্রাম বিচ ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভায় তিনি এসব কথা বলেন। মেয়র বলেন, পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতকে জনমুখী ও দর্শনার্থীবান্ধব করতে হলে প্রথমেই সেখানে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ইতোমধ্যে একাধিকবার ম্যাজিস্ট্রেট পাঠিয়ে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে সমুদ্র সৈকত এলাকা দখলমুক্ত করা হয়েছে এবং তিনি নিজেও এসব অভিযানের তদারকি করেছেন। তিনি বলেন, সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্য ও পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি দর্শনার্থীদের সুবিধার কথা বিবেচনায় রেখে পরিকল্পিতভাবে দোকান স্থাপনের উদ্যোগ নিতে হবে। সেখানে প্রস্তাবিত ২৮০টি দোকান এমনভাবে নকশা করতে হবে যাতে সমুদ্র সৈকতের প্রাকৃতিক দৃশ্য আড়াল না হয় এবং পর্যটকদের চলাচলে কোনো বিঘ্ন না ঘটে। একই সঙ্গে দর্শনার্থীরা যাতে ন্যায্যমূল্যে প্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে পারেন, সে বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে। মেয়র আরও বলেন, পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। এ লক্ষ্যে সৈকত এলাকায় দায়িত্ব পালনের জন্য ১০ জন আনসার সদস্য নিয়োগ করা যেতে পারে। পাশাপাশি পর্যাপ্ত আলোকসজ্জা, বাগান পরিচর্যা, নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সিটি কর্পোরেশনের আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের নিয়মিত তদারকি নিশ্চিত করা হবে। তিনি বলেন, চট্টগ্রামের পর্যটন সম্ভাবনা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। সমুদ্র, পাহাড়, নদী ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সমন্বয়ে এ অঞ্চলকে আন্তর্জাতিক পর্যটনের মানচিত্রে তুলে ধরার সুযোগ রয়েছে। পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতকে আন্তর্জাতিক মানের ট্যুরিস্ট স্পটে রূপান্তর করা গেলে তা শুধু চট্টগ্রামের অর্থনীতিকেই শক্তিশালী করবে না, বরং দেশের পর্যটন খাতেও নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে। সব সংস্থাকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে মেয়র বলেন, সমুদ্র সৈকত ব্যবস্থাপনায় সিটি কর্পোরেশন, জেলা প্রশাসন, সিডিএ, ট্যুরিস্ট পুলিশ, পর্যটন সংশ্লিষ্ট সংস্থা, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং স্থানীয় জনগণের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পতেঙ্গা সৈকতকে একটি নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন ও আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত করা সম্ভব। সভায় চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা বলেন, পতেঙ্গা সৈকত চট্টগ্রামের অন্যতম ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন স্থান। এটিকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে হলে সুপরিকল্পিত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। পর্যটকদের নিরাপত্তা, আধুনিক বিনোদন সুবিধা এবং মানসম্মত অবকাঠামো নিশ্চিত করার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। সভায় উপস্থিত সদস্যরা সমুদ্র সৈকত এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তিনির্ভর সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের প্রস্তাব দেন। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. শরীফ উদ্দিন, এডিসি মো. কামরুজ্জামান, জেলা পরিষদের সিইও চৌধুরী রওশন ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাখাওয়াত জামিল সৈকত, সহকারী পুলিশ কমিশনার মো. মাজহারুল ইসলামসহ সিডিএ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, টুরিস্ট পুলিশ, ক্যাবসহ বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ।

ধনিওয়ালা পাড়ায় খাদ্য সামগ্রী বিতরণকালে ডা. শাহাদাত হোসেন

জনগণের ভোটের মাধ্যমেই বিএনপি ক্ষমতায় এসেছে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, বাংলাদেশের জনগণের ভোটের মাধ্যমেই বিএনপি রাষ্ট্রক্ষমতায় এসেছে। কোনো ধরনের পিছনের দরজা বা কারও অনুকম্পার মাধ্যমে নয়। বিএনপি যখনই ক্ষমতায় এসেছে তখনই জনগণের সরাসরি সমর্থন ও ভোটের মাধ্যমেই এসেছে। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারী) দুপুরে নগরীর ধনিওয়ালা পাড়া চাঁদমহল টাওয়ারে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক সাবেক কাউন্সিলর নিয়াজ মো. খানের উদ্যোগে আয়োজিত অসহায় দুঃস্থদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণকালে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে ৪০০ অসহায় ও নিম্নবিত্ত পরিবারের মাঝে চাল, ডাল সহ প্রয়োজনীয় ইফতার ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। তিনি বলেন, তিনি দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সবসময় জনগণের পাশে ছিলেন। গত ১৬ মাস ধরেও তিনি নগরবাসীর কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। মেয়র বলেন, ১২ তারিখের নির্বাচনে ভোটাররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট প্রদান করেছেন। সকাল

সাড়ে সাতটা থেকে বিকাল সাড়ে চারটা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রতিটি কেন্দ্রে সব দলের এজেন্ট উপস্থিত ছিলেন। কোথাও ভোটারদের বাধা দেওয়া হয়নি বা কোনো দলের এজেন্টকে কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগও পাওয়া যায়নি।
তিনি বলেন, ভোট গণনা শেষে প্রিসাইডিং কর্মকর্তারা স্বাক্ষরিত ফলাফলপত্র প্রার্থীদের হাতে তুলে দিয়েছেন। যদি কোনো প্রার্থীর ফলাফল নিয়ে আপত্তি থাকে, তাহলে আদালতের মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই তিনিও নির্বাচনের মাধ্যমে মেয়র পদে আসীন হয়েছেন। মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, নির্বাচন নিয়ে ভিত্তিহীন অভিযোগ করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ নেই। দেশের মানুষ এখন অনেক সচেতন এবং তারা সত্য মিথ্যা ভালোভাবেই বুঝতে পারে। অতীতের মতো বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও জনগণ বিএনপির পাশে থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জনপ্রতিনিধিদের জন্য সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা পরিহার, সরকারি অফিসে সময়মতো উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ে গুরুত্ব প্রদান। বক্তব্যের শেষে তিনি উপস্থিত সকলকে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা জানান এবং আগাম ঈদ মোবারক জানান। তিনি বলেন, দলের নেতাকর্মীরা অতীতের মতো ভবিষ্যতেও জনগণের পাশে থাকবে। উত্তর পাটানটুলী ওয়ার্ড বিএনপির আহ্বায়ক আব্দুল হালিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক নিয়াজ মো. খান, বক্তব্য রাখেন ডবলমুরিং থানা বিএনপি নেতা সুফি মো. ইব্রাহীম, আব্দুল মান্নান, শেখ মনির বাবুল, আমির উদ্দিন বাবুল, রফিকুল আলম, যুবদল নেতা মুরাদ উদ্দিন, মো. রনি, আবদুল আজিজ, আবদুল বারেক, আবদুল মান্নান, মো. বক্কর প্রমুখ।

প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় “ল” এলামনাই অ্যাসোসিয়েশন (পুলা) এর উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল।

চট্টগ্রাম প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় “ল” এলামনাই অ্যাসোসিয়েশন (পুলা) প্রতি বছরের মতো এ বছরও ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় ৭০ জন এতিম শিশুকে ইদ উপহার প্রদান করা হয় এবং মাদ্রাসার ১০০ জন এতিম শিশুর জন্য রান্না করা সেহরি পরিবেশন করা হয়। শুক্রবার চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন এর স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট ও যুগ্ম জেলা জজ, সংগঠনের আহ্বায়ক মো:সোয়েব উদ্দিন খান এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন (চসিক) এর মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি বক্তব্যে উল্লেখ করেন, সমাজের প্রতিষ্ঠিত নাগরিকদের নৈতিক দায়িত্ব হলো সুবিধাবঞ্চিত ও এতিম শিশুদের পাশে দাঁড়ানো। এতে সমাজের অন্যান্য বিত্তবানরাও এগিয়ে আসবে এবং সামাজিক ভারসাম্য বজায় থাকবে। উক্ত অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মোস্তাফিজুর রহমান শিমুল, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, রাঙামাটি, তফাজ্জল হোসেন, অতি:চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, নরসিংদী, মো. বেলাল হোসেন, সংগঠনের সভাপতি এডভোকেট খলিল আহাদ মোস্তফা, সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট রুবেল কুমার দেব অপু , এডভোকেট মোঃ জাহাঙ্গীর আলম,এডভোকেট মোহাম্মদ ইমরান, এডভোকেট মোঃ রাশেদ ফারুকী, এডভোকেট মোঃ আকরাম হোসেন চৌধুরী, এডভোকেট মোকাররম হোসেন, মোঃ রেজাউল করিম রনি, এডভোকেট হাবিব উল্লাহ আল নোমান, মোঃ মাইনুল ইসলাম রনি, এডভোকেট আব্দুর রাজ্জাকসহ আরও অন্যান্য অতিথি।

স্বাক্ষরিত/-

(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮